গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়ঃ “বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২৭-০৯-২০২১।
সভার সময়	বেলা ২:৪০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (উন্নয়ন-৩), পাসম জানান যে, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বেলতলা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২৩০ কেভি বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন, বেলতলা ফেরীঘাট এলাকা, ডকইয়ার্ড, বাজার, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭০৯৮.৬২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ৩১ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৬৫.২৫% ও আর্থিক অগ্রগতি ৫১.১৭%।

২। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

১	প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল সভায় জানান যে, প্রকল্পটির আওতায় ৫.৬৮৭ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ, ২১৯.৩০ মিটার এন্ড টার্মিনেশন এবং ৫.৬০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৩.৩৬৬ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, ৯৪.৫৩ মিটার এন্ড টার্মিনেশন এবং ৫.৬০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং কাজ ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কাজ করছে। নদী ড্রেজিং কাজটি সমাপ্ত হলেও প্যাকেজটির আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৫২.২৬% এবং এন্ড টার্মিনেশন কাজ অদ্যাবধি শুরু হয়নি। ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে শুরু করে অদ্যাবধি অর্থাৎ বিগত ২.৫ বছরে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড ১২,২০,৯৯২টি সিসি ব্লকের মধ্যে ৬,০১,৮৩৯টি সিসি ব্লক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যা সিসি ব্লক তৈরির অগ্রগতি মাত্র ৪৯.২৯%। কাজ ত্বরানিত করতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড-কে একাধিকবার অনুরোধ করা হলেও প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হওয়া নিয়ে আশংকা দেখা দিয়েছে।উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটির তরফ হতে সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা দাখিল করা হলেও সে অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। প্রকল্পটি জুন/২০২২ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বিধায় উক্ত প্যাকেজ কাজটির অবশিষ্ট ৬,১৯,১৫৩ টি সিসি ব্লক হতে প্রায় ৪,০০,০০০ টি সিসি ব্লক তৈরি ও ডাম্পিং কাজটি কয়েকটি প্যাকেজে/ লটে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে নতুন ঠিকাদার নির্বাচন করে কাজ করা হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে। সভায় উপস্থিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ফিদা হাসান জানান যে, ইতোমধ্যে প্যাকেজ কাজটির আওতায় জিওব্যাগ ডাম্পিং ও ৩৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের শীট পাইল ড্রাইভ এবং নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সিসি ব্লক তৈরি কম হলেও আগামী মার্চ/ ২০২২ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত সিসি ব্লক তৈরিসহ প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা হবে। প্রধান প্রকৌশলী আরো উল্লেখ করেন যে, সংশোধিত নকশা অনুযায়ী প্রকল্পটির আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নদী ড্রেজিং কাজের পরিমাণ ও ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় প্রয়োজন অন্যথায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের সংশ্লিষ্টতায় অতিরিক্ত কাজসমূহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রকল্পটি চলতি বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত এবং এর জন্য এডিপি বরাদ্দ প্রয়োজন ১৬০.০০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে চলতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ১৩০.০০ কোটি টাকা। আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকুলে অতিরিক্ত ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।	ক) ডিপিএম পদ্ধতিতে চলমান কাজসমূহের অগ্রগতি নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। খ) নভেম্বর/২০২১ মধ্যে ডিপিএম পদ্ধতিতে চলমান কাজ সমূহের সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত না হলে অবশিষ্ট সংখ্যক সিসি ব্লক তৈরি ও ডাম্পিং কাজ কয়েকটি প্যাকেজে/লটে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে। গ) সংশোধিত নকশা অনুযায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সংশ্লিষ্টতায় অতিরিক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এবং সমাপ্তকৃত ড্রেজিং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাবনা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ঘ) ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৩০ কোটির অতিরিক্ত ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ঙ) কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	ক) প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো ও খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ। খ) প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো। গ) প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো। ঘ) পরিকল্পনা উইং, পাসম। ঙ) প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৪১.১৭-৩৫০

তারিখ: ২৫ আশ্বিন ১৪২৮
১০ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মসচিব)।
২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং)।
৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১২) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৩) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৫) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড (খুশিলি), বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা।
১৭) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, “বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, বরিশাল পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
১৮) উপপ্রধান, পরিকল্পনা-২ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৯) উপসচিব, উন্নয়ন-২ শাখা, (ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বরিশাল), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২১) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২২) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
২৫) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
উপসচিব